تربية الأولاد

বিষয়: সন্তান প্রতিপালন

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَفِيُّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلِيلُهُ، أَدَّى الأَمَانَةَ، وَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، حَتَّى أَتَاهُ اليَقِينُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيرًا؛ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران: ١٠٢]

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

✳ আল্লাহর প্রশংসা ও একত্ববাদের সাক্ষ্য

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমাদের নফসের অনিষ্ট ও মন্দ আমল থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন তাকে বিভ্রান্ত করার কেউ নেই, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে হেদায়েত দেওয়ার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই।

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, সৃষ্টিজীবের মধ্য থেকে নির্বাচিত বন্ধু ও খলিল। তিনি অর্পিত আমানত আদায় করেছেন, আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন এবং আমৃত্যু আল্লাহর পথে সত্যিকারের জিহাদ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের ওপর অজস্র সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনই ভয় করো এবং পূর্ণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আল-ইমরান: ১০২)

অতঃপর, সবচেয়ে সত্য বাণী হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং সর্বোত্তম হেদায়েত হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর হেদায়েত। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনের মধ্যে নবউদ্ভাবিত বিষয়সমূহ (বিদআত)। প্রতিটি নবউদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত, প্রতিটি বিদআতই পথভ্রষ্টতা, আর প্রতিটি পথভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

✳ সন্তানসন্ততি আল্লাহর মহান নিয়ামত ও নয়নজুড়ানো দান

হে আল্লাহর বান্দাগণ! সন্তানসন্ততি হলো আল্লাহর এক ঐশ্বরিক নিয়ামত ও বিশেষ দান। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এই নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা বলেন:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ [النحل: ٧٢]

আর আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাদের জোড়া হতে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের উত্তম রিজিক দান করেছেন। (সূরা আন-নাহল: ৭২)

➤ জীবনের সৌন্দর্য ও আনন্দের উৎস হলো নেক সন্তান:

সন্তানেরা পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও মহান আল্লাহর দেওয়া মূল্যবান উপহার। নেককার সন্তান মা-বাবার চোখ ও অন্তর জুড়ায়। এজন্যই আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্যতম মোনাজাত:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [الفرقان: ٧٤]

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের জন্য নয়নপ্রীতি করার মতো বানিয়ে দাও এবং আমাদের মুত্তাকিদের ইমাম ও অনুসরণীয় বানাও। (সূরা ফুরকান: ৭৪)

➤ সন্তানের সৎকর্মশীলতা পরম সৌভাগ্য:

সন্তান এক আল্লাহর ইবাদতকারী হওয়া মা-বাবার জন্য পূর্ণ তাওফিকের আলামত। নিজের চোখে সন্তানকে সালাত আদায় ও কোরআন তেলাওয়াত করতে দেখা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ ও আনন্দ। তাই সন্তান নেককার হওয়া এক অমূল্য নিয়ামত ও মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

✳ আধুনিক যুগে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জ

সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা মা-বাবার অন্যতম বড় আমানত ও গুরুভার দায়িত্ব। বিশেষ করে আধুনিক যুগের নানা নৈতিক ও পারিপার্শ্বিক চ্যালেঞ্জের মুখে তাদের সঠিক পথে রাখা এক নিরন্তর সংগ্রাম। তাই সন্তানকে সুশিক্ষায় দীক্ষিত করতে সর্বোচ্চ ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে পথচলানো প্রয়োজন।

✳ বর্তমান যুগের পরিবর্তন ও উন্মুক্ত বিশ্ব

আজকের উন্মুক্ত বিশ্বে প্রযুক্তির প্রভাবে সন্তান লালন-পালনের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ বদলে গেছে। মা-বাবার চেয়ে আধুনিক মাধ্যমের প্রভাবই এখন বেশি, যা সন্তান প্রতিপালনকে এক নিরন্তর ধৈর্যের সংগ্রামে পরিণত করেছে। এ বিষয়ে সতর্ক করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা নির্দেশ দেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো সেই আগুন থেকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর...(সূরা আত-তাহরীম: ৬)

✦ হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

অর্থাৎ, তোমরা তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং তাদেরকে অবহেলা ও অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ছেড়ে দিও না–যার ফলে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে।

✳ সন্তানের অন্তরে ঈমান ও তাকওয়ার শিক্ষা:

শৈশব থেকেই সন্তানের অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করা তারবিয়াতের প্রধান মূলভিত্তি। অন্তর ঈমানে আলোকিত হলে চালচলন সুসংহত হয় এবং সন্তান আল্লাহর সার্বক্ষণিক নজরদারির (মুরাকাবা) অনুভূতি লাভ করে। ফলে মা-বাবার অগোচরেও সে সঠিক ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকে।

✦ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কালজয়ী উপদেশ:

একদিন ছোট আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু -কে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মূল্যবান কিছু নসিহত করেন:

يَا غُلَامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

হে বৎস! আল্লাহর বিধানের হেফাজত করো, তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। যেকোনো প্রয়োজন ও সাহায্যের জন্য কেবল আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করো। মনে রেখো, পুরো বিশ্ব

মিলে আল্লাহর নির্ধারণ ছাড়া তোমার বিন্দুমাত্র উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না। ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।" (জামে আত-তিরমিযী: ২৫১৬)

✳ আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনে শৈশব থেকেই তালিম:

✦ শৈশবে অভ্যস্ত করার গুরুত্ব

হে মুমিনগণ! ছেলেমেয়েদের সঠিক তারবিয়াতের অন্যতম কার্যকর উপায় হলো–ছোটবেলা থেকেই তাদের মহান আল্লাহর আদেশসমূহ পালন এবং তাঁর নিষেধ ও বর্জনীয় বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকার অভ্যাসে গড়ে তোলা।

✦ সালাতের আদেশ ও ধৈর্যের নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে এবং তাঁর মাধ্যমে মুমিনদের নির্দেশ দিয়ে বলেন:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى [طه: ١٣٢]

আর আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিজিক চাই না, বরং আমিই আপনাকে রিজিক দিই। আর শুভ পরিণাম তো তাকওয়ার জন্যই নির্ধারিত। (সূরা ত্বাহা: ১৩২)

✦ সন্তানকে লোকমান হাকিমের অমর উপদেশ:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর সৎ বান্দা লোকমান হাকিম কর্তৃক নিজ সন্তানকে দেওয়া হিতোপদেশের বিবরণ দিয়ে বলেন:

يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

হে আমার প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ করো এবং যেকোনো বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই এটি দৃঢ়সংকল্পের কাজের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা লোকমান: ১৭)

✳ ছোটবেলা থেকে সালাতের তালিম ও শিশুদের প্রতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষ অনুকম্পা

➤ সালাতের অভ্যাস গঠন ও শোয়ার বিছানা পৃথকীকরণ:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হবে, তখন তাদের সালাত আদায়ের নির্দেশ দাও। আর যখন তাদের

বয়স দশ বছর হবে, তখন (সালাত আদায় না করলে) তাদের শাসন করো এবং তাদের শোয়ার বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ: ৪৯৫)

➤ শিশুদের প্রতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্নেহ ও পর্যবেক্ষণ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন এবং গভীর স্নেহে তাদের খোঁজখবর নিতেন। তিনি ভালোবাসা ও কোমল জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তাদের সালাতে অভ্যস্ত করতেন, যাতে ছোটবেলা থেকেই আল্লাহর সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

➤ ছোট ইবনে আব্বাসের সালাতের খোঁজ নেওয়ার ঘটনা:

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এক রাতে আমার খালা মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-এর ঘরে রাতযাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় ঘরে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: أَصَلَّى الْغُلَامُ؟ ছেলেটি কি সালাত আদায় করেছে?' লোকেরা বলল: 'হ্যাঁ। (আবু দাউদ: ১৩৫৬)

➤ পানাহারের নববী আদব ও হেদায়েত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্যিক ইবাদতের পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ছোটখাটো আদবও শিক্ষা দিয়েছেন।

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ].

উমর ইবনে আবু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, ছোটবেলায় খাবার পাত্রে তাঁর হাত চারিদিকে ঘুরে বেড়ালে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে স্নেহভরে তিনটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেন:

১। আল্লাহর নাম নেওয়া (বিসমিল্লাহ বলা),

২। ডান হাত দিয়ে খাওয়া,

৩। নিজের দিক থেকে খাওয়া। (বুখারী: ৫৩৭৬, মুসলিম: ২০২২)

✳ ছোট মানুষ, ছেড়ে দাও, ভুল ধারণার খণ্ডন ও শৈশবের সুশিক্ষার গুরুত্ব

➤ ভুল ধারণার ক্ষতিকর দিক:

"ও তো ছোট, ছেড়ে দাও"—এই মানসিকতা সন্তানকে শাসন না করে ভুল প্রশ্রয় দেয়। এর ফলে ছেলে-মেয়েরা নৈতিকতাহীন হয়ে গড়ে ওঠে। অথচ শৈশবে সঠিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করলেই বড় হয়ে জীবন সুন্দরভাবে বিকশিত হয়।

➤ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর তাৎক্ষণিক শিক্ষা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كِخْ كِخْ»، لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ»

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সদকার খেজুর থেকে একটি খেজুর নিয়ে নিজের মুখে দিলেন। তা দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ বললেন: 'কিখ্, কিখ্' (ফেলো, ফেলো!)—যাতে সে তা ফেলে দেয়। তারপর বললেন: 'তুমি কি জানো না যে, আমরা সদকার মাল খাই না? (সহীহ বুখারী: ১৪৮৫, মুসলিম: ১০৬৯)

✳ সন্তান অবহেলার ক্ষতিকর পরিণতি

➤ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (র.)-এর সতর্কবার্তা:

সন্তানকে উপকারী শিক্ষা না দিয়ে অবহেলা করা তার পরম অনিষ্ট সাধন করার নামান্তর। মূলত মা-বাবার অসচেতনতা ও দ্বীনি শিক্ষা না দেওয়ার কারণেই অধিকাংশ সন্তান চরিত্রহীন হয়ে পড়ে। এভাবে শৈশবে অবহেলার শিকার হয়ে বড় হওয়া সন্তান না নিজের কোনো উপকারে আসে, না মা-বাবার কল্যাণে আসে।

চরিত্র গঠন সম্পর্কিত কাব্যিক চরণ:

هِيَ الْأَخْلَاقُ تَنْبُتُ كَالنَّبَاتِ ... إِذَا سُقِيَتْ بِمَاءِ الْمَكْرُمَاتِ

تَقُومُ إِذَا تَعَهَّدَهَا الْمُرَبِّي ... عَلَى سَاقِ الْفَضِيلَةِ مُثْمِرَاتِ

সৎ চরিত্র উদ্ভিদের ন্যায় বেড়ে ওঠে,
যদি তাকে মহানুভবতা ও মহত্ত্বের জলে সিঞ্চন করা হয়।
যোগ্য অভিভাবক যদি নিয়মিত তার যত্ন নেন,
তবে তা গুণের কাণ্ডে দাঁড়িয়ে সুমিষ্ট ফল দান করে।

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ،
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

প্রথম খুতবার সমাপ্তি ও ইস্তিগফার

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা কুরআনের বরকত ও হেদায়েত দ্বারা আমাদের ধন্য করুন। আমি আমার বক্তব্য শেষ করে নিজের ও আপনাদের সকল গুনাহের জন্য আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনারা তাঁর কাছে তওবা ও এস্তেগফার করুন; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

দ্বিতীয় খুতবার সূচনা

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِـهِ، وَالصَّـلَاةُ وَالسَّـلَامُ عَلَى الدَّاعِي إِلَى رِضْـوَانِهِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ سَارَ عَلَى مِنْوَالِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ حَقَّ التَّقْوَى، وَرَاقِبُوهُ فِي السِّرِّ وَالنَّجْوَى، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

➤ হামদ, সালাত ও তাকওয়ার তাগিদ

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য তাঁর অশেষ অনুগ্রহের ওপর, এবং তাঁর প্রদত্ত তাওফিক ও দয়ার জন্য তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে আহ্বানকারী রাসূল, আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাঁরা তাঁর দেখানো পথের অনুসরণ করবেন তাঁদের ওপর।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো। প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদা তাঁর নজরদারির অনুভূতি লালন করো এবং মনে রেখো—তোমাদের সবাইকে তাঁরই নিকট উপস্থিত ও একত্রিত করা হবে

➤ নীরব শিক্ষা ও উত্তম আদর্শের ভূমিকা:

সন্তান প্রতিপালনের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো নিজের আচরণে উত্তম আদর্শ (কুদওয়াহ হাসানাহ) তুলে ধরা। এটি মুখের কথা ছাড়াই দেওয়া এক নীরব শিক্ষা—যা শিশু নিঃশব্দে পর্যবেক্ষণ করে এবং মা-বাবার উন্নত চরিত্র দেখে নিজেকে গড়ে তোলে।

➤ কথায় ও কাজে অমিলের ভয়াবহতা:

সন্তানের আচরণে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সবচেয়ে বিপজ্জনক কারণ হলো—অভিভাবকের কথা ও কাজের মধ্যে অমিল দেখা। যখন সে মুখে এক কথা শোনে কিন্তু কাজে ভিন্ন কিছু দেখে, তখন তার মধ্যে নৈতিক দ্বিধা তৈরি হয়।

➤ কুরআনের নির্দেশ ও পয়গম্বরদের অনুসরণ:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর নবীকে পূর্ববর্তী নবীদের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

{أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: ٩٠]

তারাই ছিলেন যাঁদের আল্লাহ হেদায়েত করেছেন, অতএব আপনি তাঁদের হেদায়েত ও পথের অনুসরণ করুন। (সূরা আল-আনআম: ৯০)

➤ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ:

আল্লাহ তাআলা গোটা উম্মতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বাণী, কর্ম ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ—তার জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে। (সূরা আল-আহযাব: ২১)

➤ সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি:

সমাজে উত্তম আদর্শের উপস্থিতি সামাজিক কাঠামোর অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এটি এমন সৎ ও নেককার নাগরিক তৈরি করে, যারা নিজেদের উন্নতির পাশাপাশি সমাজ ও মানুষের কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

➤ সচেতন পর্যবেক্ষণ ও উন্মুক্ত সংলাপ

সন্তানকে বোঝার জন্য তার আগ্রহের বিষয়গুলোতে নজর রাখা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন। এতে ভয়-সংকোচ দূর হয় এবং দূরত্ব কমে। ফলে মা-বাবা কেবল শাসনকর্তা না হয়ে পরম স্নেহ ও সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানকারী একজন প্রকৃত বন্ধু হয়ে ওঠেন।

➤ ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাইল (আ.)-এর ঐতিহাসিক সংলাপ:

ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র ইসমাইল (আ.)-এর মধ্যকার প্রজ্ঞাপূর্ণ সংলাপটি লক্ষ্য করুন:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

অতঃপর সে যখন তাঁর সাথে চলাফেরার বয়সে পৌঁছাল, তখন ইবরাহীম বললেন: 'হে আমার প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি; এখন বলো, তোমার মতামত কি?' সে বলল: হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করুন। ইনশা আল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন। (সূরা আস-সাফফাত: ১০২)

➤ সচেতন অভিভাবকত্ব ও সন্তানের আস্থা

ইউসুফ (আ.) অলৌকিক স্বপ্ন দেখে কেবল তাঁর পিতার কাছেই তা প্রকাশ করেছিলেন। কারণ মানুষ তার মনের গভীর রহস্য কেবল তার কাছেই ব্যক্ত করে, যার কাছে সে পরম আস্থা ও নিরাপত্তা অনুভব করে।

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ}

স্মরণ করুন, যখন ইউসুফ তাঁর পিতাকে বললেন: 'হে আমার পিতা! আমি (স্বপ্নে) এগারোটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে আমার সামনে সেজদানত দেখেছি।' (সূরা ইউসুফ: ৪)

➤ পিতা-মাতার অবহেলায় প্রকৃত এতিমত্ব (কাব্যিক বার্তা)

لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنْ انْتَهَى أَبَوَاهُ مِنْ   هَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلَا
إِنَّ الْيَتِيمَ هُوَ الَّذِي تَلْقَى لَهُ   أُمًّا تَخَلَّتْ أَوْ أَبًا مَشْغُولَا

সে তো নয় এতিম, যার মাতাপিতা অবসান ঘটিয়ে জীবনের রণে,
রেখে গেছে তারে অসহায় কায়ায় এই ধরণীর এক কোণে।
এতিম তো সে-ই, যার মাতা আছে–তবু মমতাহীন অনুভবে,
আর পিতা পেয়েও পিতৃহীন সে, পিতা মগ্ন নিজের জবাবে!

➤ শিক্ষণীয় বার্তা:

আহমদ শওকী (র.)-এর এই বিখ্যাত কবিতাংশটি সন্তান প্রতিপালনে মা-বাবার দায়িত্বহীনতার এক করুণ বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলে। জীবিত পিতা-মাতার অবহেলা ও অমনোযোগিতার কারণে একটি সন্তান আত্মিক, নৈতিক ও মানসিক দিক থেকে যেভাবে পিতৃহীন-মাতৃহীন এতিমের মতো নিঃস্ব হয়ে পড়ে—এখানে সেই বিষয়টিকেই অত্যন্ত জোরালোভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

✦ দোআ ও বিশ্ব মুসলিমের কল্যাণ প্রার্থনা

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ؛ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، رَبَّنَا ارْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ، وَالضَّرَّاءَ وَالْبَأْسَاءَ، وَأَدِمْ عَلَيْنَا النِّعَمَ، وَادْفَعْ عَنَّا النِّقَمَ، وَزَكِّ نُفُوسَنَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللَّهُمَّ وَفِّقْ أَمِيرَنَا وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَخُذْ بِنَوَاصِيهِمَا لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَاجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا، سَخَاءً رَخَاءً وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ.

لجنة إعداد الخطبة النموذجية لصلاة الجمعة

হে আল্লাহ! আপনি জীবিত ও মৃত সকল মুসলিম পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করে দিন।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর থেকে সব ধরনের বিপদ-আপদ, মহামারি, দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্য দূর করে দিন। আমাদের ওপর আপনার নিয়ামতসমূহ সর্বদাই বজায় রাখুন এবং সব দুর্যোগ ও গজব থেকে আমাদের রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! আমাদের মনকে পবিত্র করে দিন, আপনিই তো মনকে পবিত্র করার সর্বশ্রেষ্ঠ মালিক।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন, আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদের জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন। (সূরা আল-বাকারা: ২০১)

হে আল্লাহ! আমাদের আমির (রাষ্ট্রপ্রধান) ও যুবরাজকে আপনার পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টির কাজগুলো করার তাওফিক দান করুন। তাঁদেরকে সৎকাজ ও তাকওয়ার পথে পরিচালিত করুন। এই দেশকে নিরাপদ, শান্তিময়, সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় করে দিন এবং অন্যান্য সকল মুসলিম দেশকেও হেফাজত করুন।

(জুমার নমুনা খুতবা প্রস্তুতকারী কমিটি, কুয়েত)